দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

92

শিক্ষকদের দাবি পূরণ এবং দায়িত্ব

এবারেও সরকার বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন। শুধু তাই নয়, সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবুও শিক্ষা খাতে কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হচ্ছেনা। গ্রন্থ গলদটা কোথায়, গোড়ায় না অন্য কোনখানে তা এখনও সার্বিকভাবে কেউ নির্ণয় করছেন না বলেই মনে হচ্ছে। বিশেষ প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম অবনতি এবং এই ক্ষেত্রে নৈরাজ্য যেন কিছুতেই দূর হচ্ছে না। দূর হচ্ছে না শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের মতো অসামাজিক ঘৃণ্য তৎপরতা। শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষার পরিবেশ নিদারুণভাবে দূষিত। সেশন জট তথা দুর্নীতি শিক্ষাঙ্গনের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তাতেও কোন শুভ ফল দেখা যাচ্ছে না এবং এ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার বিশেষ কার্যক্রমগুলো যথা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি উদ্যোগও শিক্ষার প্রসারে আশানুরূপভাবে সহায়ক হচ্ছেনা।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবনতির মূল কারণ অনুসন্ধান করে স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ বেশকিছু অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ মহলের মতে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতির অন্যতম কারণ হচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা ও দারিদ্র্য। এছাড়া শিক্ষকদের প্রতি সরকারের উদাসীনতা, শিক্ষাদানে একশ্রেণীর শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব, ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বল্পতা, অভিভাবকদের শিক্ষার্থীদের প্রতি ঔদাসীন্য এবং সামাজিক কুসংস্কার অন্যতম। বলাবাহুল্য, সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বেশি রেখেও উল্লিখিত কারণগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করছেননা বলেই শিক্ষা প্রসারের পথের অন্তরায়গুলো দূর হচ্ছে না।

উল্লেখ্য,,বেসরকারী স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই একটা চাপা অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। তাঁরা বিগত ১৮ এপ্রিল থেকে ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে প্রথমে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন এবং পরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে ৪ দিনব্যাপী মহাঅবস্থান পালন করেন এবং ৪-দফা দাবির ভিত্তিতে ১৫ জুন থেকে পুনরায় আমরণ অনশন শুরু করেন।। বেসরকারী শিক্ষক লিয়াজোঁ কমিটি ও বেসরকারী শিক্ষক সমিতি (আশরাফ নজরুল)-এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে শিক্ষকদের ৪ দফা দাবি পূরণ করার কথা ঘোষণা করেছে। শিক্ষকদের অন্যতম দাবির মধ্যে তাদের মূল বেতনের ৭০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৮০ করা এবং তা আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া শিক্ষকদের একটি টাইম স্কেল প্রদান করা হবে তা আগামী জুলাই থেকে কার্যকরী হবে এবং এক শ' টাকা চিকিৎসা ভাতার পরিবর্তে ১৫০ টাকা এবং শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠন করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষক লিয়াজোঁ কমিটির প্রতিনিধিদের কাছে আশ্বাস দিয়েছেন। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবিগুলো নতুন কোন দাবি নয়। বিগত ১৯৯২ সালেও তাঁরা ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে লাগাতার একমাস ৫ দিন ধর্মঘট পালন করেছেন। তখন থেকেই দেশের শিক্ষক মহলে যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ছিল তা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এই হস্তক্ষেপের ফলে দূর হয়েছে বলে আমরা আশা-পোষণ করি। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট নৈরাজ্য, বিরাজমান পরিস্থিতি এবং সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে বেশ বেগ পেতে হবে। সরকার ধর্মঘটী শিক্ষকদের সঙ্গে ইতোপূর্বে তাঁদের দাবিদাওয়া নিষ্পত্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারলে পরিস্থিতি কঠিন হওয়ার আগেই নিরসন করা হয়তো সম্ভব হতো। যাক দেরি হলেও সরকার দেশের বেসরকারী শিক্ষক সমাজের প্রধান প্রধান দাবি মেনে নিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বর্তমান সরকার শিক্ষকদের অধিকাংশ দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। তাই দেশের জাগ্রত শিক্ষক সমাজকেও তাঁদের দায়িত্ব যথাযোগ্য আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। উল্লেখ যে, সারাদেশে ১৬ হাজার ৩৮টি বেসরকারী কলেজ ও মাদ্রাসার সর্বমোট ২ লাখ ২৯ হাজার শিক্ষকের ওপর দেশের ৪৮ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

একথা সকলেই অবগত আছেন যে, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সীমিত। দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাই বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের কাঁধেই দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এ কারণেই দেশে শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও সঙ্কট নিরসন করতে হলে সর্বাগ্রে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হয়ে জাতীয় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষকদের দাবি পূরণের ঘোষণায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসন হলো বটে। এজন্য বর্তমান সরকার ধন্যবাদ পাবার দাবি রাখেন। শিক্ষকদের লাগাতার ধর্মঘটের ফলে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, সে-সম্পর্কে শিক্ষক সমাজ অতিরিক্ত ক্লাস চালিয়ে ক্ষতিপূরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। জাগ্রত শিক্ষক সমাজ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করবে বলে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব সচেতনতারই পরিচয় বহন করে। বর্তমান শিক্ষক সমাজ তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে জাতি গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখবেন, এটা আমরা আশা করতে পারি।